গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০২৩.১৬.০০৪.১২-১৪৭ তারিখ: ০৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ প্রতিবেদন ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস কর্তৃক প্রেরিত গ্রীষ্মকালীন কৃষিপন্যের (বেগুন ,শসা,পটল, ঢেঁড়স, করল্যা ও চিচিংগা) উৎপাদন খরচ, বাজার দর, বিপণন ব্যয় ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উল্লেখিত কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ প্রতিবেদনসমূহ আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৬ (ছয়) কপি

(মো: মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
ফোন:৯১১৪৩১০
E-mail: dg@dam.gov.bd

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

৩। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বরিশাল বিভাগ।

৫। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ছক

(জাতীয় গড়)

(সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ গড় মূল্য)

ক্র: নং	পণ্যের নাম	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মে:টন)	উৎপাদন ব্যয় (প্রতি কেজি)	কৃষক প্রাপ্ত যৌক্তিক মূল্য (প্রতি কেজি)	যৌক্তিক পাইকারী মূল্য (প্রতি কেজি)	যৌক্তিক খুচরা মূল্য (প্রতি কেজি)	মূল্য বিস্তুতি (প্রতি কেজি)	বাজার পরিস্থিতির মূল্যায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪	বেগুন	১৫২৮৪৩	৮.০৪	৯.০০-১০.০০	১০.০০-১২.০০	১২.০০-১৫.০০	১০.০০	বাজার পরিস্থিতি সন্তোষজনক।
৫	শসা	৬১৯১৮	৭.৮৪	৯.০০-৯.৫০	১০.০০-১১.০০	১২.০০-১৪.০০	১০.০০	
৬	পটল	৯২৬৮৯	৯.২৪	১০.৫০-১১.০০	১২.০০-১৩.০০	১৪.৫০-১৬.০০	১৪.০০	
৭	ঢেঁড়শ	৬০৫৩৫	৮.৪৮	৯.৫০-১০.০০	১১.০০-১২.০০	১৩.০০-১৫.০০	১৬.০০	
৮	করল্যা	৫৮৭২৫	১১.৭১	১৩.০০-১৪.০০	১৫.০০-১৭.০০	১৮.০০-২১.০০	১৮.০০	
৯	চিচিংগা	৩৭৬৮৭	৮.২০	৯.০০-১০.০০	১০.০০-১২.০০	১২.০০-১৫.০০	১৫.০০	

নাম্বু

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ: বেগুন

সবজি বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। এদেশে প্রায় ৮৯ প্রকারের শাক সবজি চাষ হয়ে থাকে। বেগুন, শসা, পটল, ঢেড়শ, করল্যা, ও চিচিংগা ইত্যাদি সবজি উল্লেখযোগ্য। এসব সবজি উৎপাদন করতে আমাদের প্রায়শই প্রকৃতির কাছে মাঝে মাঝে অসহায় হতে হয়। জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ১৭-৬৪ টন ফলন পাওয়া যায়। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে বেগুন উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ৪৭০১৩ একর । একর প্রতি ফলন ৩.১২৬ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ১৪৬৯৬২ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৭.৬৯ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ২২.৬৭ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৮.৬৬ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৪ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে বেগুন চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৪৮৮৯৪ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ১৫২৮৪৩ মে: টন হতে পারে। বেগুন উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৮.০৪ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে বেগুনের মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১২.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১২.০০-১৫.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত বেগুন ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে বেগুনের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৮.০৪ টাকা। • কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.০০ – ১০.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৬.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১২.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০–১৫.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৬.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের বেগুনের উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৮.০৪ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৯.০০-১০.০০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে বেগুনের কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১৬.০০ টাকা যা শতকরা ৪১% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০-১২.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৪৫% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০ - ১৫.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ২৬.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৪৮% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত বেগুন যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৪১% পাইকারী ব্যবসায়ী ৪৫% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৪৮% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে বেগুন উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ:শসা

বাংলাদেশের প্রধান ও জনপ্রিয় সবজি সমূহের মধ্যে শসা অন্যতম। শসা প্রধানত সালাত ও সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশকিছু জাতের শসার চাষ হচ্ছে। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে শসার উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ২৩১৯৮ একর । একর প্রতি ফলন ২.৫৪২ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৫৮৯৬৭ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৫.৯৪ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৮.২০ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৩.৭৮ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৫ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে শসা চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ২৪৩৫৮ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৬১৯১৮ মে: টন হতে পারে। শসা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৭.৮৪ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে শসার মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১১.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১২.০০-১৪.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত শসা ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে শসার উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে শসার বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭.৮৪ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.০০-৯.৫০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৫.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০-১১.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০-১৪.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৫.০০

❖ (যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের শসার উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৭.৮৪ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৯.০০-৯.৫০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে শসার কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১৫.০০ টাকা যা শতকরা ৩৮% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০ -১১.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৪৮% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০ -১৪.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ২৫.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৪৮% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত শসা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৩৮%, পাইকারী ব্যবসায়ী ৪৮% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৪৮% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে শসা উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ:পটল

পটল একটি প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যখন সবজির অভাব দেখা দেয় তখন পটল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সবজি হিসেবে কাজ করে। জাতভেদে পটোলের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪ টন থেকে ১৫ টন পাওয়া যায়। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে পটল উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ২৫৪৫৭ একর । একর প্রতি ফলন ৩.৫০১ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৮৯১২৫ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৯.৬৯ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ২৩.১২ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৮.৮৬ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৪ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে পটল চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ২৬৪৭৫ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৯২৬৮৯ মে: টন হতে পারে।

পটল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৯.২৪ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে পটলের মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০ - ১৩.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১৪.৫০-১৬.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পটল ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে পটলের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে পটলের বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৯.২৪ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.৫০–১১.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	২৪.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০-১৩.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৪.৫০ – ১৬.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩৮.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের পটলের উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৯.২৪ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ১০.৫০-১১.০০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে পটলের কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ২৪.০০ টাকা যা শতকরা ৫৫% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০ - ১৩.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ৩০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৮% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৪.৫০ - ১৬.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৩৮.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৫৯% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত পটল যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৫% পাইকারী ব্যবসায়ী ৫৮% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৫৯% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে। বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে। এই মুনাফা কৃষককে পটল উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

নাসু

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ:ঢেঁড়স

ঢেঁড়শ একটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর গ্রীষ্মকালীন সবজি। আমাদের দেশে সাধারণত মাঘ মাসের শুরু থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ সবজির চাষ বেশী হয়, তবে পুরো বছর জুড়ে চাষ করা যায়। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে ঢেঁড়স উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ২৮৮৮৭ লক্ষ একর । একর প্রতি ফলন ২.০১৫ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৫৮২০৭ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৭.৮২ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ২০.৮০ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৬.৬৩ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৪ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ঢেঁড়স চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ৩০০৪২ লক্ষ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৬০৫৩৫ মে: টন হতে পারে।

ঢেঁড়স উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৮.৪৮ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে ঢেঁড়স এর মূল্য কেজি প্রতি ১১.০০ - ১২.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১৩.০০-১৫.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত ঢেঁড়স ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে ঢেঁড়স এর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে ঢেঁড়স এর বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৮.৪৮ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.৫০–১০.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	২৪.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১১.০০-১২.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৩.০০–১৫.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৪০.০০

❖ (যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের ঢেঁড়স এর উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৮.৪৮ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৯.৫০-১০.০০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে ঢেঁড়স এর কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ২৪.০০ টাকা যা শতকরা ৫৯% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১১.০০ -১২.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ৩০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৬২% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৩.০০ - ১৫.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৪০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৬৫% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত ঢেঁড়স যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৯% পাইকারী ব্যবসায়ী ৬২% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৬৫% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে ঢেঁড়স উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ:করল্যা

করল্যা গ্রীষ্মকালীন সবজি হলেও সারা বছর এর চাষ হয়ে থাকে। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে করল্যা উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ২৪৮৫৭ একর । একর প্রতি ফলন ২.২৫০ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৫৫৯২৮ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ২১.৪১ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ২৪.০৬ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ৩০.০৮ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৩ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে করল্যা চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ২৬১০০ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৫৮৭২৫ মে: টন হতে পারে। করল্যা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষণে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ১১.৭১ টাকা । সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে করল্যার মূল্য কেজি প্রতি ১৫.০০ - ১৭.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১৮.০০ - ২১.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত করল্যা ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে করল্যার উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে করল্যার বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১১.৭১ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৩.০০–১৪.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	২২.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৫.০০ -১৭.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩০.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১৮.০০ – ২১.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৪০.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের করল্যার উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১১.৭১ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ১৩.০০-১৪.০০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে করল্যার কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ২২.০০ টাকা যা শতকরা ৩৯% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৫.০০-১৭.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ৩০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৪৭% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১৮.০০-২১.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৪০.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৪৭% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত করল্যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৩৯% পাইকারী ব্যবসায়ী ৪৭% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৪৭% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে করল্যা উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ:চিচিংগা

আমাদের দেমে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে চিচিঙ্গা প্রিয় অন্যতম প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। এর অনেক ঔষধী গুণ আছে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় চিচিঙ্গা ভাল জন্মে। গত বৎসরের তথ্য, উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাংলাদেশে চিচিংগা উৎপাদনে জমির পরিমান ছিল ১৮২৬৬ একর । একর প্রতি ফলন ১.৯৬৫ মে:টন হিসেবে উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩৫৮৯৩ মে: টন এবং কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি গড় মূল্য ১৬.০০ টাকার বিপরীতে পাইকারী গড় মূল্য ছিল ১৮.৯৪ টাকা এবং খুচরা গড় মূল্য কেজি প্রতি ২৪.৪৩ টাকা।

আশা করা যায় গত বৎসর উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় চলতি বৎসর শতকরা ৫ ভাগ জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে চিচিংগার চাষযোগ্য জমির পরিমান আনুমানিক ১৯১৭৯ একর হতে পারে। আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল্যে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমান আনুমানিক ৩৭৬৮৭ মে: টন হতে পারে।

চিচিংগা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার বিশ্লেষনে চলতি বৎসর কৃষক পর্যায়ে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৮.২০ টাকা। সে অনুযায়ী মুনাফা ও বিপণন ব্যয়সহ সম্ভাব্য পাইকারী পর্যায়ে চিচিংগার মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০ - ১২.০০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে কেজি প্রতি ১২.০০-১৫.০০ টাকা মূল্য হওয়া যৌক্তিক।

উল্লেখিত মূল্যে কৃষক হতে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত চিচিংগা ক্রয় বিক্রয় হলে সকলেই যৌক্তিকভাবে লাভবান হবেন বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর মনে করে এবং চাষ ও বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাঁধাকপির উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে চিচিংগার বিপণন সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ

প্রক্ষেপণ	এপ্রিল'১৭ মাসের গড় বাজারদর
• কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৮.২০ টাকা।	
• কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ৯.০০–১০.০০ টাকা (১৫–২০% লভ্যাংশসহ)। (উৎপাদন ব্যয়+পরিবহন ব্যয়+মুনাফা)	১৯.০০
• পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১০.০০-১২.০০ টাকা (১৩-২০% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	২৬.০০
• খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য কেজি প্রতি ১২.০০ – ১৫.০০ টাকা (২০-২৫% লভ্যাংশসহ)। (ক্রয়মূল্য+বিপণন ব্যয়+মুনাফা)	৩৪.০০

(যৌক্তিক মূল্য=উৎপাদন খরচ+মূল্য বিস্তৃতি+মুনাফা)

মন্তব্যঃ বিরাজমান বাজার দর পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষকের চিচিংগার উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ৮.২০ টাকা এবং কৃষক পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য হওয়া উচিৎ ছিল ৯.০০-১০.০০ টাকা। কিন্তু এপ্রিল'১৭ মাসে বাঁধাকপির কৃষক পর্যায়ে গড় বাজার মূল্য কেজি প্রতি ১৯.০০ টাকা যা শতকরা ৫০% বেশী। পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১০.০০-১২.০০ টাকা কিন্তু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ২৬.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫৮% বেশী। খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য ১২.০০-১৫.০০ টাকা কিন্তু বাজারে বিক্রি হয়েছে ৩৪.০০ টাকায় যা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে গড়ে ৬০% বেশী। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে কৃষক তার উৎপাদিত চিচিংগা যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে ৫০% পাইকারী ব্যবসায়ী ৫৮% এবং খুচরা ব্যবসায়ী ৬০% অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করেছে । বর্ণিতাবস্থায় বলা যায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে । এই মুনাফা কৃষককে চিচিংগা উৎপাদনে উৎসাহিত করবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ মূল্য সংযোজন ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে।

নাসু